তারিখ 06 MAY 1997
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

দৈনিক বাংলা

16

দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনার কর্মসূচী হিসাবে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে। খবর তথ্য বিবরণীর।

সারাদেশে এ লক্ষ্যে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এর সবগুলোই হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই ১৫২ কোটি ৬১ লাখ ৪৫ হাজার টাকার একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় নেই এমন ১২টি পুরাতন জেলা শহরে এসব নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে।

শিক্ষামন্ত্রী এএস এইচ কে সাদেক এ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। প্রাথমিক খুঁটিনাটি দিকগুলো শেষ হওয়ার পর

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

দেশে ১২টি বিজ্ঞান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেশের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

এদিকে দেশের সরকারী কলেজের ১২শ ৬৪টি প্রভাষকের শূন্যপদে নিয়োগ দান করা হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে ঝুলে থাকা ১৩৮ জন সহযোগী অধ্যাপক পূর্ণ অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন।

সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪৭৫টি শূন্য পদেও সম্প্রতি নিয়োগদান এবং ২২টি প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় যাতে আরো ১৫০টি প্রধান শিক্ষকের পদে দ্রুত পদোন্নতি দেওয়া যায় তার জন্যে শিক্ষামন্ত্রী সংশ্লিষ্ট শাখাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নকল্পে ৪৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এর সাথে রয়েছে ৬টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প এবং একটি নিজস্ব তহবিলভুক্ত প্রকল্প। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে গতি সঞ্চারিত হবে।

সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীও জোরদার করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের বর্তমান সরকারী পরিকল্পনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় এক কোটি ৮০ লাখ শিশু বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে ৯১৪ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। এছাড়া দেশের সার্বিক নিরক্ষরতা দূর করার অভিযানে এখন থেকে চারটি উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প একযোগে কাজ করবে এবং এর ফলে সরকার দৃঢ়ভাবে আশা করছে যে, আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ দেশের সাক্ষরতার হার সত্তরভাগের কাছে চলে আসবে।